বিদ্যুতের উন্নতি অর্থনীতির প্রাণশক্তি

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

বর্তমান সরকারের আমলে নির্মিত আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং নির্মিতব্য ১৩০১ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে ২০ জুলাই ২০১৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যুৎ বিভাগ আশুগঞ্জে ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ও ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি জেনেছি যে, আশুগঞ্জ ৫৩ মেঃ ওঃ গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেঃ ওঃ মডিউলার ও ৫১ মেঃ ওঃ আইপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ফলে দেশে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে। আমি বিশ্বাস করি, নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হলে দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে।

দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রেক্ষিতে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রয়াসে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ফলে বিদ্যুৎ খাতের সাফল্য অত্যন্ত দৃশ্যমান। দেশের ৬০% জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে দ্রুত সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে হবে। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার যে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার ব্যবহার ও সম্প্রসারণে আমাদের আরো উদ্যোগী হতে হবে।

আমি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ এর গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক গৃহীত আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার এবং ৫১ মেগাওয়াট মিডল্যান্ড আইপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট মিলে সর্বমোট ১৩০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্ল্যান্ট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আমি সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। নিঃসন্দেহে এতগুলো প্রকল্পের কাজ একসাথে শুরু করা একটি বৃহৎ ও সাহসী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে প্রকল্পের অর্থায়নে সীমাবদ্ধতা। বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় স্থানীয়ভাবে তার যোগান দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। এ ক্ষেত্রে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ এর নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিশ্ব বাজার হতে Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে প্রায় ৬১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সংস্থানের বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। ECA অর্থায়নে সরকারী খাতে বাংলাদেশে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন এটিই প্রথম। এতে করে দেশে প্রকল্প অর্থায়নে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা থাকলে অর্থের অভাবে প্রকল্প হাতে নেওয়া সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এক্ষেত্রে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ একটি সাহসী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। অন্যান্য সংস্থাকে এরকম অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনো মূল জ্বালানী সূত্র হচ্ছে গ্যাস। তাই গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও গ্যাস উত্তোলনে আরো জোর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানী সূত্রে অন্যান্য জ্বালানির হিস্যা বাড়ানোও আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। এই সুযোগে এই দুইটি ক্ষেত্রে উদ্যোগ অব্যাহত রাখা ও জোরদার করার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যে প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে তা যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে দেশের বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে এবং দেশের মানুষকে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করি।

আমি আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার এবং ৫১ মেগাওয়াট মিডল্যান্ড আইপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের শুভকামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক গৃহীত আশুগঞ্জ ৫৩ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেঃওঃ মডিউলার এবং মিডল্যান্ড পাওয়ার কোং লিঃ কর্তৃক নির্মিতব্য ৫১ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন ভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আমি সকলকে স্বাগত জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল, দক্ষ এবং দূরদর্শী নেতৃত্বে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎ খাতে বর্তমান সরকার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সুচিন্তিতভাবে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ) এবং ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেঃওঃ মডিউলার, মিডল্যান্ড পাওয়ার কোং লিঃ কর্তৃক নির্মিতব্য ৫১ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন ভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজ যথাসময়ে শেষ হলে দেশের বিদ্যুৎ খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আলোচ্য প্রকল্প সমূহে উন্নত প্রযুক্তির High Efficiency (৫০% এর বেশী) Machine (Turbine & Generator) ব্যবহার করা হবে। এতে স্বল্প জ্বালানী খরচ করে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে; যা বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের সরবরাহ মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রকল্প গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সরকারের বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার মেঃওঃ ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ ২০২১ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। তাছাড়া প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে আনুমানিক ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানী করার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ সেক্টরে কর্মরত সকলের আন্তরিক ভূমিকা নিশ্চিত হলে দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়ন সুনিশ্চিত। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলের সচেতন ও সাশ্রয়ী মনোভাব বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক হবে।

আমি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ এর প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করার সময়োপযোগী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই এবং প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি

বিদ্যুৎ খাতে বর্তমান সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরে অর্জিত সাফল্য

৬ জানুয়ারি ২০০৯ এ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের বিরাজমান সংকট নিরসনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক,স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল, নিউক্লিয়ার এনার্জি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক তা নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুৎ খাতে বিগত সাড়ে চার বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ২০০৯ সালের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ৮,৫৩৭ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ
- বিগত ৬ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩,২৬৮ মেগাওয়াট। বর্তমানে সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬,৬৭৫ মেগাওয়াট (গ্রীড কানেকটেড) এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১০৪.২৫%
- সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ৩,৮৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৫৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুকরণ
- বিগত সাড়ে চার বছরে ৯,৫৮৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৬৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরকরণ
- সরকারি ও বেসরকারিখাতে ৬,৭০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরো ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে যা পর্যায়ক্রমে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে চালু হবে
- ৪,২২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে এবং ৩,৫৪২ মেঃওঃ ক্ষমতার ৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে
- বিদ্যুতের সিস্টেম লস (বিতরণ) ১৫.৬৭% থেকে ১২.২৬% এ হ্রাসকরণ
- বিগত সাড়ে চার বছরে প্রায় ২৮.৪০ লক্ষ গ্রাহককে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান
- বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭% থেকে বৃদ্ধি করে ৬০% এ (৭% নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীতকরণ
- বার্ষিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে বৃদ্ধি করে ২৯২ কিলোওয়াট ঘন্টায় উন্নীতকরণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রায় ৮০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন
- ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে গ্রীড লাইন ও সাব-স্টেশন নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে
- ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর
- বাগেরহাটের রামপালে ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু
- জাইকার সহায়তায় কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শুরু।
- সেচ কাজে সোলার পাম্পের ব্যবহার।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ।
- অনলাইন-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ (ডেসকো এলাকায়)।
- অনলাইন-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- কম্পিউটারাইজড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।

এক নজরে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জনের তুলনামূলক চিত্র

	২০০৯ সালের শুরুতে	জুন ২০১৩ পর্যন্ত	পরিবর্তন
মোট উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৪,৯৪২	৮,৫৩৭	(+) ৩,৫৯৫
সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	৩,২৬৮	৬,৬৭৫ (১২ জুলাই ২০১৩)	(+) ৩,৪০৭
সঞ্চালন লাইন (কিলোমিটার)	৭,৯৯১	৯,০০৩	(+) ১,০১২
বিতরণ লাইন (কিলোমিটার)	২,৬০,৩৭৯	২,৮২,৭২০	(+) ২২,৩৪১
বিতরণ লস	১৫.৬৭%	১২.২৬%	(-) ৩.৪১%
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট ঘন্টা)	২২০	২৯২ (ক্যাপটিভ জেনারেশনসহ)	(+) ৭২
বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি	১,০৭,০০,০০০	১,৩৫,০০,০০০	(+) ২৮ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত মোট জনসংখ্যা	৭ কোটি ৫৬ লক্ষ	৯ কোটি ৫৬ লক্ষ	(+) ২ কোটি
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৪৭%	৬০% (নবায়নযোগ্য জ্বালানি-৭%)	(+) ১৩%

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানীর ভূমিকা

১৯৭০ সালের এপ্রিল ও জুলাই মাসে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-১ ও ২ চালু হয়। ১৯৮২ সালে ৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়। ১৯৮৬ সালে ৫৬ মেগাওয়াটের অপর একটি গ্যাস টারবাইন স্থাপন করা হয়।

এরপর ১৯৮৬ হতে ১৯৮৯ সালের মধ্যে আশুগঞ্জ ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ইউনিট (প্রতিটি ১৫০ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪৫০ মেঃওঃ) নির্মিত হয়।

২০০৩ সালে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ গঠনের সময় উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৬৭৮ মেগাওয়াট। কোম্পানীতে রূপান্তরের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১১ সালে কোম্পানীর উদ্যোগ ও নিজস্ব অর্থায়নে ৫৩ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইউনিট যুক্ত করা হয়। যার ফলে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৭৩১ মেগাওয়াট।

বর্তমান সরকারের গত সাড়ে চার বছরে এপিএসসিএল-এর সাফল্য

✓ নিজস্ব অর্থায়নে আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
✓ ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক অর্থ সংস্থান
  ❑ এডিবি : ২২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
  ❑ আইডিবি : ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
  ❑ এইচএসবিসি এর মাধ্যমে ইসিএ অর্থায়ন : ৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
  ❑ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর মাধ্যমে ইসিএ অর্থায়ন : ১৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
✓ এপিএসসিএল-এর নিজস্ব প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ান দ্বারা ৩ নং ইউনিটের টারবাইন মেরামত করা হয়। ফলে ১০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়।
✓ ৪১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন।
✓ এপিএসসিএলকে ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে কম্পিউটারাইজড্ পে-রোল সিস্টেম (৭০০ জন লোকবলের জন্য) চালুকরণ।
✓ প্রায় চল্লিশ হাজার আইটেমের স্পেয়ার পার্টসের তালিকা ও স্বচ্ছ আদান-প্রদানের জন্য কম্পিটারাইজড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ।
✓ প্ল্যান্ট এরিয়া সুরক্ষার স্বার্থে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সিসিটিভি স্থাপন।
✓ এপিএসসিএল-এ কর্মরতদের জন্য ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালুকরণ।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার এবং মিডল্যান্ড পাওয়ার লিঃ কর্তৃক নির্মিতব্য ৫১ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন ভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের বিদ্যুৎ খাতে চরম সংকটাবস্থায় ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই সর্বপ্রথম বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্মুক্ত করি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি। গত বিএনপি-জামাত জোটের ৫ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও উৎপাদন না করায় গুরুত্বপূর্ণ এই খাতটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। তারা ৭ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩০০ মেগাওয়াট থেকে ৩৩০০ মেগাওয়াটে নামিয়ে আনে। লোডশেডিং-এ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। অতিদ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেই। দেশে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ রেকর্ড ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট। এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৭০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য ৮ হাজার ৫৩৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ৬ হাজার ৭০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। আরও ৪ হাজার ২২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শীঘ্রই শুরু হবে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সুফল এখন জনগণ ভোগ করছেন।

আসুন, আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে আরও সাশ্রয়ী হই। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বিদ্যুৎ-কে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এ খাতের সার্বিক সমস্যা দূরীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে শুরু করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ, যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে গত সাড়ে চার বছরে বিদ্যুৎ খাতে বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দায়িত্বভার গ্রহণের পর মোট ৫৫টি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ৮৫৩৭ মেঃওঃ। যেখানে ২০০৯ এর শুরুতে মাত্র ৩৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল সেখানে আমরা অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ৬৬৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। আল্লাহর অসীম করুণায় রমজান মাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বিদ্যুতের সরবরাহ বৃদ্ধিতে দেশের অর্থনীতি প্রভূত ভাবে লাভবান হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) কর্তৃক সদ্য সমাপ্ত এক গবেষণায় দেখা যায় যে রেন্টাল/কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ২০১১-১২ মূল্যমানে অর্থনীতিতে ১০০,০০০ কোটি টাকার অবদান রেখেছে।

এ সরকারের আমলে নির্মিত আশুগঞ্জ ৫৩ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেঃওঃ মডিউলার এবং মিডল্যান্ড পাওয়ার কোং লিঃ কর্তৃক নির্মিতব্য ৫১ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন ভিত্তিক আইপিপিসহ ৫টি নির্মিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই শুভলগ্নে প্রকল্পগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইতোমধ্যে দীর্ঘমেয়াদী কয়লা ভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার ভারত হতে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে; যা আগষ্ট, ২০১৩ এর মধ্যে বাংলাদেশে আসবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি একযোগে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। আশা করি চলমান সকল বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত হলে সংকট উত্তরণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট এর উদ্বোধন এবং ১৩০১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিদ্যুতের সহজ প্রাপ্যতা ছাড়া আমাদের অর্থনীতির গতি চলমান রাখা ও উত্তরোত্তর বিকশিত করা কঠিন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বিদ্যুৎ খাতে বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকট সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ দিকনির্দেশনায় এবং সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সেই ঘোষণাকে বাস্তবে রুপ দিতে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের জনগণ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট এর উদ্বোধন এবং ১৩০১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজর জেনারেল (অব.) মোঃ সুবিদ আলী ভূঁইয়া এমপি